২.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) (Secondary Education Commission):

☐ ভূমিকা :

স্বাধীন ভারতে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। কারিগরি শিক্ষার প্রসারেও নানা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্য রাধাকৃষ্ণন কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল এবং কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য তখন পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। অথচ জাতীয় শিক্ষার গোটা কাঠামোতে মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্ব সর্বাধিক। মাধ্যমিক শিক্ষা হল প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার যোগসূত্র। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী এই স্তরের শিক্ষা শেষ করেই সরাসরি জীবিকা অর্জনে সচেষ্ট হয়। কিংবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের চেষ্টা করে। আবার অনেকে এই শিক্ষা শেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। মাধ্যমিক স্তরকে দুর্বল রেখে উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়া কোনো প্রকার সম্ভব নয়। কারণ আক্ষরিক শিক্ষা হল উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি।

অতএব মাধ্যমিক শিক্ষা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে জাতীয় জীবনে অবক্ষয় দেখা দেবে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের বক্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। কমিশনের মতে, "Our secondary education remains the weakest link in our educational machinary and needs urgent reform." অর্থাৎ দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে দুর্বলতম যোগসূত্র। অবিলম্বে এর সংস্কার প্রয়োজন। তাই জাতীয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দু'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডের ফিসার্স কলেজের অধ্যক্ষ জন ক্রিস্টি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড. কেনেথ্ রাস্ট উইলিয়ামস এই কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—

- শ্রীমতী হংস মেহতা, উপাচার্য, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়
- শ্রী জে এ তারাপোরভেলা

Scanned with CamScanner

- ড. কে এস শ্রীমালী
- শ্রী এম টি ব্যাস
- শ্রী কে জি সাইদাঙ্গন
- শ্রী অনাথ নাথ বসু

কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর জন্য একটি সুসংবদ্ধ ও বিবিধ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করে তোলা।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন— মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো ও পাঠক্রম, মুদালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত সপ্তপ্রবাহ, ভাষা শিক্ষা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, নির্দেশনা ও পরামর্শ দান, পরীক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষণ, চারিত্রিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যেসব প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল—

❖ ২.২.১ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য (Objectives of Secondary Education) :

মাধ্যমিক শিক্ষা হল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার স্তর। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা নয়, জীবন সংগ্রামে প্রস্তুতির শিক্ষা এই স্তরে দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলি হল—

❑ **সুযোগ্য নাগরিক সৃষ্টির করা :** গণতান্ত্রিক ভারতের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যার ফলে শিক্ষার্থী স্বাধীন ভারতের সুযোগ্য নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করতে পারে। উদার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির পথে যা কিছু অন্তরায়, তা যেন অতিক্রম করতে পারে।

❑ **বৃত্তিগত বা পেশাগত যোগ্যতা বা সামর্থ্যের বিকাশ :** মাধ্যমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের বৃত্তিগত সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো, শিক্ষাকে জীবনধারণের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তির উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের উৎপাদনাত্মক সামর্থ্য, কারিগরি দক্ষতা ও বৃত্তিগত সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। এতে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়ন ঘটবে। শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের যোগ্য হয়ে উঠবে।

❑ **সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ :** মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম কাজ হল শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, জীবনধারণের রসদ সংগ্রহ করতে গিয়ে জীবনের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। জীবনের সাংস্কৃতিক দিকের কথা

Scanned with CamScanner

ভাবার সুযোগ পায় না, তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে নতুন করে গড়ে তোলার সময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের দিকে নজর দিতে হবে, তা না হলে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে না।

❑ **নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি :** মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি। আমাদের দেশে সর্বভারতীয় নেতা অনেক আছেন। কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত লোকের অভাব। পরিশ্রমী ও সৎ আঞ্চলিক নেতারাই জনসাধারণের সঙ্গে নতুন করে দেশগঠন সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করবে, উৎসাহের সৃষ্টি করবে। তাদের অনুপ্রাণিত করবে সর্বপ্রকার দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসতে। দেশের জনগণ যদি দায়িত্ব পালনের ও নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষালাভ না করে তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনোই সফল হতে পারে না। তাই কমিশন নেতৃত্বদানের যোগ্যতা সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন।

❖ ২.২.২ মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি (Errors of Secondary Education) :

কমিশন প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার কতকগুলি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছে। এই ত্রুটিগুলি হল—

- প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা পুঁথিকেন্দ্রিক তাত্ত্বিক। এর পাঠক্রমও বৈচিত্র্যহীন, এই শিক্ষা অবাস্তব, এর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই। খেলাধুলা, হাতের কাজ, দলগত কাজ অপেক্ষা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই ঝোঁক বেশি।
- এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক রূপে গড়ে তুলতে অক্ষম। এই শিক্ষা সমাজে কিছু অযোগ্য ও সামাজিক দিক থেকে অদক্ষ মানুষ সৃষ্টি করে।
- প্রচলিত শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ। এটা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে পারে না।
- মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় অন্যান্য ভাষাগুলি অবহেলিত হয়।
- গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই শিক্ষা পদ্ধতি যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তাশক্তির বিকাশ ও নেতৃত্ব গ্রহণের সামর্থ্য গড়ে ওঠেনি।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি ছিল অবহেলিত। এখানে খেলাধুলা, দলগত কাজ, শরীরচর্চা প্রভৃতির উপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

Scanned with CamScanner

- প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা বা পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল স্মৃতি নির্ভর। এখানে শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হত।
- প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করা। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন কোনো দক্ষতা সৃষ্টি করতে পারত না যাতে শিক্ষার্থীরা চাকুরির বাজারে সফল হতে পারে। এটা পরোক্ষে বেকারত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
- অত্যাধিক ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব, শৃঙ্খলার অভাব, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদার অভাব, আর্থিক দুর্গতি, গতানুগতিক বৈচিত্র্যহীন পাঠক্রম, অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যবস্থা সব মিলিয়ে শিক্ষার একটি হতশ্রী চিত্র কমিশনের কাছে ধরা পড়ে।

❖ ২.২.৩ মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো ও পাঠক্রম (Structure and Curriculums of Secondary Education) :

❑ **মুদালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো :** মুদালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপটি নিম্নরূপ—

1. সম্পূর্ণ বিদ্যালয় শিক্ষার সময়কাল হবে ১২ বছর। যার মধ্যে ৭-৮ বছরের শিক্ষাকালকে মাধ্যমিক স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।
2. এই প্রস্তাব অনুযায়ী ৪-৫ বছরের প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর শুরু হবে।
3. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার দুটি পর্যায় থাকবে।
   a) প্রথম পর্যায়ে থাকবে ৩-৪ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক স্তর।
   b) পরবর্তী পর্যায়ে থাকবে ৩ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর।
4. পরবর্তী কালে অভিভাবকদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে কমিশন একটি বিকল্প শিক্ষা কাঠামো গ্রহণ করে এবং বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাকালকে প্রচলিত ১০ বছরের পরিবর্তে ১১ বছর করা হয়।
5. কলেজীয় শিক্ষায় প্রচলিত যে ইন্টারমিডিয়েট স্তরটি ছিল সেটিকে দুভাগ করে তা এক বছর মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে এবং বাকি এক বছর স্নাতক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করে ৩ বছরের স্নাতক স্তর করার প্রস্তাব করা হয়।
6. সম্পূর্ণ বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল শিক্ষার্থীর ১১ বছর (১০+) বয়স থেকে ১৭ বছর (১৬+) বয়স পর্যন্ত হবে।
7. এই সুপারিশ অনুয়ায়ী বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার পর্যায়গুলি হল—
   a) ৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা বা ৫ বছরের নিম্ন-বুনিয়াদি শিক্ষা।
   b) ৪ বছরের নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা বা ৩ বছরের উচ্চ-বুনিয়াদি শিক্ষা।

Scanned with CamScanner

c) ৩ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা।

৪. পুনঃগঠিত শিক্ষার কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা (৪+৪+৩) বা (৫+৩+৩) এই তিনটি পর্যায়ে সংগঠিত হবে।

প্রস্তাবিত কাঠামো

৪ বছরের সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা	৪ বছরের নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা	৩ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা
৫ বছরের নিম্ন-বুনিয়াদি শিক্ষা	৩ বছরের উচ্চ-বুনিয়াদি শিক্ষা	

মাধ্যমিক শিক্ষা

❖ ২.২.৪ মুদালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত সপ্তপ্রবাহ (Proposed Seven Streams of Mudaliar Commission) :

ভূমিকা : মাধ্যমিক শিক্ষা কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাফল্যের মূল কেন্দ্র। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশে ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার **তারাচাঁদ** কমিটির নির্দেশিত পথে শুরু হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করতে হলে সমস্যাটিকে আরও তলিয়ে দেখতে হবে। তাই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানিন্তন উপাচার্য ড: **লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র**-এর সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালে "The Secondary Education Commission (1952)" নামে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন ১৯৫২ সালে অক্টোবর থেকে ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশবাসীর প্রয়োজন ও চাহিদা এবং সরকারের আর্থিক সংহতি এই উভয় দিকে লক্ষ রেখে বাস্তব তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

আলোচ্য অংশে মূলত কমিশন প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

❑ **প্রচলিত পাঠক্রমের পরিবর্তে কমিশন কর্তৃক নতুন পাঠক্রম রচনার পটভূমি :** মাধ্যমিক শিক্ষার শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কমিশন প্রচলিত পাঠক্রমের যেসব ত্রুটিগুলি লক্ষ করেন সেগুলি হল—

1. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে শিক্ষা দেওয়া হয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।
2. শিক্ষাক্রম গতানুগতিক। পাঠক্রম বৈচিত্র্যহীন এবং সকীর্ণতা দোষে দুষ্ট।
3. পাঠক্রম পুঁথিগত ও তত্ত্বমূলক।

Scanned with CamScanner

4. বিষয় ভারে ভারাক্রান্ত অথচ বিষয়বস্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ নয়।
5. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, কর্মে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণের শক্তি অর্জনের মতো ব্যবহারিক ও অন্যান্য কর্মভিত্তিক বিষয়ের অভাব।
6. বয়ঃসন্ধিক্ষণের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে অক্ষম।
7. ইংরেজি শিক্ষার দিকে যত মনোযোগ অন্য ভাষার শিক্ষার ক্ষেত্রে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
8. পাঠক্রম মাত্রাতিরিক্ত পরীক্ষাশাসিত।
9. দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীরা যাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের শিক্ষা পায়, যেমন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থার প্রচলিত পাঠক্রম ছিল না।

কমিশনের মতে প্রচলিত পাঠক্রমের কোনো লক্ষ্য নেই—একথা ঠিক নয়, তবে দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কলেজে ভরতি হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের দিকে দৃষ্টি রেখেই তা রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করার যে বিরাট আয়োজন শুরু হয়েছে তার ফলে শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজন বহু শিক্ষিত সদস্য কর্মীর। দেশ গঠনের কাজে যাতে শিক্ষার্থীরা যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে পারে সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত করে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলাই মাধ্যমিক শিক্ষার কাজ। বর্তমানে প্রচলিত একমুখী পাঠক্রমে সে সুযোগ নেই বলেই বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

❑ **কমিশন প্রস্তাবিত পাঠক্রম রচনার মূল নীতি :**

পাঠক্রম শুধুমাত্র চিরাচরিত পুঁথিগত শিক্ষা নয়। শিক্ষার্থীর জীবনে বিদ্যালয়ের শ্রেণিগৃহ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, কর্মশালা, খেলার মাঠ ও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করে, সামগ্রিকভাবে তাই হচ্ছে পাঠক্রম। তাই কমিশন পাঠক্রম রচনার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলির কথা উল্লেখ করেছে—

1. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে পাঠক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সম্প্রসারণশীল।
2. পাঠক্রম হবে সমাজ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।
3. পাঠক্রমে অবসর বিনোদনেরও সুযোগ থাকবে।
4. পাঠক্রমে বিষয় আধিক্যের চাপ থাকবে না এবং বিষয়গুলি হবে পরস্পর সুসংবদ্ধ ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এই মূল নীতিগুলিকে সামনে রেখে মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পাঠক্রম রচনা করেছে।

Scanned with CamScanner

❑ **কমিশন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা জুনিয়র মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম :** এই স্তরে পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকবে—

1. ভাষা
2. সামাজিক শিক্ষা
3. সাধারণ বিজ্ঞান
4. গণিত
5. কলা ও সংগীত
6. হস্তশিল্প
7. শারীরবিদ্যা।

❑ **কমিশন প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম :** কমিশন এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রমকে দুটি অংশে ভাগ করেছে—

1. আবশ্যিক বা মূল অংশ (core)
2. ঐচ্ছিক অংশ।

1. আবশ্যিক অংশ :

১। ভাষা :

A. মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা ও প্রাচীন ভাষার মিশ্রণ।

B. নিম্নলিখিত ভাষাগুলির মধ্যে যেকোনো একটি—

(i) হিন্দি (যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয়)।
(ii) প্রাথমিক ইংরেজি (যারা ইতিপূর্বে ইংরেজি পড়েনি)।
(iii) ইংরেজি (পূর্ববর্তী স্তরে যাদের ইংরেজি পাঠ্য ছিল)।
(iv) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দি নয়)।
(v) একটি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা (ইংরেজি নয়)।
(vi) একটি প্রাচীন ভাষা।

২। সমাজবিজ্ঞান (প্রথম ২বছরের জন্য সাধারণ পাঠ)।

৩। সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত (প্রথম ২বছরের জন্য সাধারণ পাঠ)

৪। হস্তশিল্প (নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যেকোনো একটি)

(i) বয়ন ও বুনন
(ii) কাঠের কাজ
(iii) ধাতুর কাজ
(iv) উদ্যান রচনা
(v) দর্জির কাজ।
(vi) টাইপের কাজ
(vii) ওয়ার্কশপ প্রস্তুতি,
(viii) সেলাই, সূচিশিল্প ও এমব্রয়ডরি।
(ix) মডেল তৈরির কাজ।

Scanned with CamScanner

● **ঐচ্ছিক বিষয় :** বহুমুখী ও ঐচ্ছিক পাঠক্রমে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলিকে কমিশন সাতটি মূল বিভাগে বা প্রবাহে ভাগ করেছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি মূলবিভাগ নির্বাচন করতে পারবে এবং সেই বিভাগের অন্তর্গত বিষয়গুলির মধ্যে থেকে যেকোনো তিনটি বিষয় নির্বাচনের সুযোগ পাবে। এই সাতটি প্রবাহ হল—

১। মানবীয় বিদ্যা :

1. একটি প্রাচীন ভাষা অথবা একটি তৃতীয় ভাষা যা ভাষা বিভাগের B. তালিকা থেকে নেওয়া হয়নি তার মধ্যে থেকে একটি।
2. ইতিহাস।
3. ভূগোল।
4. অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান।
5. মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র।
6. অঙ্ক।
7. সংগীত।
8. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

2. বিজ্ঞান :

(i) পদার্থবিদ্যা, (ii) রসায়নশাস্ত্র, (iii) জীববিদ্যা, (iv) ভূগোল, (v) অঙ্ক, (vi) শারীরবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

3. কারিগরি বিদ্যা :

(i) প্রয়োগমূলক অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যামিতিক অঙ্কন।
(ii) প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান
(iii) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
(iv) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

4. বাণিজ্য : (i) বাণিজ্যিক প্রয়োগবিদ্যা, (ii) বুক কিপিং, (iii) বাণিজ্যিক ভূগোল, বা অর্থনীতি এবং পৌরবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক অংশ, (iv) শর্ট হ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং।

5. কৃষি : (i) সাধারণ কৃষি, (ii) পশুপালন, (iii) উদ্যান রচনা ও কৃষিকাজ, (iv) কৃষিরসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা।

6. চারুশিল্প : (i) চারুকলার ইতিহাস, (ii) অঙ্কন ও নক্সা, (iii) চিত্রাঙ্কন, (iv) ভাস্কর্য, (v) সংগীতকলা, (vi) নৃত্যকলা।

Scanned with CamScanner

7. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান :

(i) গার্হস্থ্য অর্থনীতি, (ii) খাদ্য প্রস্তুতি ও রন্ধন প্রণালি, (iii) মাতৃমঙ্গল ও শিশুপালন, (iv) গৃহপরিচালনা ও শুশ্রূষা, (v) অন্যান্য যে-কোনো প্রবাহ থেকে যে-কোনো একটি অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে পারে।

❑ **প্রবাহ ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ :**

1. কমিশনের সুপারিশগুলি ছিল অতি সাধারণ চরিত্রের। এর-মধ্যে সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থাপনের অনুকূল বাস্তবতার অভাব ছিল।
2. গণতন্ত্র, চরিত্রগঠন, ব্যক্তিবৈষম্য ও বিশেষিকরণের দিকে লক্ষ রেখে কমিশন বহুমুখী পাঠক্রম প্রর্বতনের সুপারিশ করেছিল। এর জন্য প্রয়োজন অধিকসংখ্যক বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন। অথচ সবকটি দশম শ্রেণির বিদ্যালয় বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।
3. প্রচলিত অধিকাংশ বহুমুখী বিদ্যালয়ে শুধু কলা ও বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষার উপর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুসারে তারা বিষয় নির্বাচনের সুযোগ পায়নি।
4. ব্যক্তিবৈষম্য অনুসারে পরামর্শ দান ও অনুকূল পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করাও সম্ভব হয়নি।
5. মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বিশেষজ্ঞ তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা মাধ্যমিক স্তরে সম্ভব নয়—এই বিষয়টি কমিশন মোটেই বিবেচনা করেনি।
6. অষ্টম শ্রেণির পর শিক্ষার্থীকে কমিশন প্রস্তাবিত সাতটি পাঠপ্রবাহের মধ্যে থেকে যেকোনো একটিকে নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে এভাবে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের দায়িত্ব প্রদান করা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। নিরপেক্ষ বিচার স্ব-স্ব সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুসারে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা কখনও ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে না। সকলে অভিভাবক, শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবের প্রবণতায় সহজেই প্রভাবিত হয়।
7. কমিশন বিদ্যালয় নির্দেশনা ও পরামর্শদানের কথা বলেছে ঠিকই, কিন্তু এ ব্যাপারে একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানভিত্তিক অভীক্ষার অভাব রয়েছে অন্যদিকে তেমনই অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যাও নিতান্তই কম। ফলে বহুমুখী বিদ্যালয় পাঠ্য-প্রবাহ নির্বাচনের ব্যাপারে নির্দেশনা ও পরামর্শদানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নেওয়া হয়নি। অথবা তেমন শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে পাঠক্রম নির্বাচন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৪. মুদালিয়র কমিশনের পাঠক্রম সংক্রান্ত সুপারিশে মুখ্য (core) অংশটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন কোর বিষয়গুলির পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দিয়েছে বিদ্যালয়ের উপর। বহির্বিভাগীয় পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে এই কোর বিষয়গুলির পরীক্ষা দিতে হবে না। ফলে যে বিষয়ের জ্ঞান বহির্বিভাগীয় পরীক্ষার দ্বারা বিচার করা হবে না তা নিয়ে সময় নষ্ট করতে শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই অনিচ্ছা ছিল। তাই উপযোগিতা যতই থাকুক কোর নিয়মগুলি বিদ্যালয়ে অবহেলিত হয়েছে। ফলে কমিশনের আদর্শবাদী তত্ত্বগত আশা পূর্ণ হয়নি।

৯. বহুমুখী বা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন। আমাদের দেশে তেমন শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব ছিল। উপযুক্ত শিক্ষকের প্রাপ্তি সম্পর্কেও কমিশনের মৌলিক চিন্তার অভাব লক্ষ করা যায়। ফলে এদেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রেও কমিশনের দূরদৃষ্টির অভাব লক্ষণীয়।

১০. কমিশনের রিপোর্টে পরীক্ষা সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় । কিন্তু তার মধ্যে চিরাচরিত প্রথম প্রদত্ত সুপারিশের চরিত্র বিদ্যমান। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা আজও পরীক্ষাশাসিত। ফলে এই স্তরে অপচয় ও অনুত্তীর্ণতার অভিশাপ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

১১. কমিশন দৈহিক বিকাশের মূল সূত্রকে অবহেলা করেছে। প্রকৃত বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে সঠিক অনুকরণ করতে পারেনি। গণতান্ত্রিক ভারতীয় জীবন ধারা ক্রমান্বয়ের পথে পরিচালিত হচ্ছে। এটি অথচ জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং শিক্ষাকেও এই ধারায় পরিচালিত করার প্রয়োজন ছিল। কয়েকজন তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ দ্বারা রচিত শিক্ষার একটা নতুন ধারাকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ও দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না করে চালানোর চেষ্টা করলে সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

১২. রাতারাতি দেশব্যাপি উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় খুলে দিলে শিক্ষার মান উন্নত হবে, এটা আশা করা যায় না। উচ্চতর শিক্ষার সাফল্যের জন্য কমিশন যেসব সুপারিশ করেছে তার আংশিক গ্রহণ করা হয়েছে। তাই তার ফল ভালো হয়নি। এ সম্পর্কে আরও ধীর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে যাওয়ার ফলে আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি।

❖ ২.২.৫ ভাষা শিক্ষা (Language learning) :

সাধারণভাবে কমিশন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ত্রি ভাষা সূত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে

Scanned with CamScanner

মাতৃভাষা ব্যতীত ইংরেজি ও হিন্দি এই দু'টি ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। তবে একই বছরে যেন মাতৃভাষার সঙ্গে আর দুটি ভাষা শেখানোর চেষ্টা করা না হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য **কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা** (CABE) ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে দুটি ভাষা শিক্ষার কথা বলেছে।

❖ ২.২.৬ শিক্ষাদান পদ্ধতি (Teaching Methods) :

কমিশনের মতে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। কেবল মৌখিক আলোচনা ছিল পাঠ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা না করে আবৃত্তির সাহায্যে মুখস্থ করে যেত। কমিশনের মতে, শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গতানুগতিকতাকে বর্জন করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রচলন করে শিক্ষাদান পদ্ধতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে গতিশীল, সজীব ও জীবনের উপযোগী। কমিশন কর্মভিত্তিক (Activity Based) পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলেছে। তাহলে পাঠ-পদ্ধতি গতিশীল হবে। পাঠ-পদ্ধতি সমস্যাভিত্তিক করে সৃজনাত্মক উদ্ভাবনী পদ্ধতির (Project Method) সাহায্যে পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীদের পাঠে উৎসাহ আসবে এবং বিষয়বস্তু সহজে উপলব্ধি করতে পারবে। গতিশীল পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করার জন্য কয়েকটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষামূলক (Experimental School) পদ্ধতি স্থাপন করা প্রয়োজন। সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল করা প্রয়োজন। শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ (Department of Teacher Education) বিভাগকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রতি রাজ্যের শিক্ষা বিভাগকে করতে হবে।

❖ ২.২.৭ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular Activities) :

কমিশন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। নিছক জ্ঞানার্জনই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও নান্দনিক গুণাবলির বিকাশ সাধন। তাই বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ পাঠ্যতালিকার উপরে নির্ভর করে পরিচালনা করলে হবে না, পাঠ্যতালিকার বাইরের নানা কাজ পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ধরনের কার্যাবলি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি নামে পরিচিত। বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কর্মসূচিতে আলোচনা সভা, বিতর্ক সভা, বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা (Wall Magazine) প্রকাশ, সমাজসেবামূলক কার্যাবলি, খেলাধুলার ব্যবস্থা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে এনসিসি (NCC) গঠন করার ব্যবস্থা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের সামরিক প্রয়োজনে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের উচ্চ শ্রেণিতে এনসিসি (NCC) ট্রেনিং বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। শারীরশিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

❖ ২.২.৮ নির্দেশনা ও পরামর্শ দান (Guidance and Counselling) :

কমিশনের মতে, পাঠক্রম হবে বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা তাদের রুচি, প্রবণতা, দক্ষতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিষয়বস্তু গ্রহণ করবে। জোর করে শিক্ষার্থীদের উপর বিষয়বস্তুর বোঝা চাপিয়ে দিলে হবে না। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রম হবে বহুমুখী (Multipurpose Curriculum)। এখানে আবশ্যিক বিষয়ের (Core Subject) পাশাপাশি ঐচ্ছিক (Elective Paper) বিষয় নির্বাচন করার সুযোগ শিক্ষার্থীরা পাবে। অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয় নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তারা বুঝতে পারে না কোন্ বিষয় পড়লে, ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করা তাদের পক্ষে উপযুক্ত হবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন পরামর্শ ও নির্দেশনাদানের (Guidance and Counselling), এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর। এই পরামর্শ নির্দেশনাদানের কাজটি করবেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা, যাদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সম্ভাবনা অনুসারে তাদের ঐচ্ছিক বিষয় (Optional Subject) নির্বাচনে নানা পরামর্শ দিতে পারবে। বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার জন্য যেসব শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে তাদের আগে থেকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ওই বৃত্তিগুলির ভবিষ্যত কী? সেগুলি গ্রহণ করতে হলে কী ধরনের মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন—এ সকল বিষয় সম্বন্ধে তাদের সম্যক ধারণা দিতে হবে। পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা কাজ করবেন তাঁদের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করবেন। এই জন্য 'Career Master' বা বৃত্তি উপদেষ্টা এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা দরকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত নির্দেশনা পরিচালক (Guidance Officer) ও বৃত্তি উপদেষ্টার (Carrier Master) সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশনা পরিচালক (Guidance Officer) ও বৃত্তি উপদেষ্টার (Carrier Master) প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের নির্দেশ মতো ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রের পরিচালনায় ১৩টি Bureau of Vocational and Educational Guidance নামক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্থাপিত হয়।

❖ ২.২.৯ পরীক্ষাব্যবস্থা (Evaluation System) :

শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরীক্ষা। পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও দুর্বলতা নির্ণয় করা। পরীক্ষার মাধ্যমে পাঠক্রম, শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার যথার্থতা বা কার্যকারিতা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু আমাদের

Scanned with CamScanner

দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, তাই কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশগুলি হল—

- কমিশন বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে এবং যতটা সম্ভব বহিঃপরীক্ষা কমিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেছে।
- কমিশন সুপারিশ করেছে, রচনামূলক পরীক্ষার পরিবর্তে (Essay Type) যতদূর সম্ভব বস্তুধর্মী (Objective Type) পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে।
- প্রশ্নপত্রের ধরন বদলাতে হবে। প্রশ্নপত্র এমন হবে যাতে বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে বুঝতে উৎসাহ বোধ করে।
- কেবল বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতি নির্ণয়ের জন্য স্কুল রেকর্ড ও আন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ণয়কল্পের জন্য প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক পৃথক স্কুল রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্কুল রেকর্ড ও আন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত ফলাফল স্থির করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই স্কুল রেকর্ড বা ধারাবাহিক পরীক্ষাপত্র থেকে শুধু যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ে সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যাবে তা নয়, তাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বিভিন্ন দিকের একটি নিখুঁত চিত্রও পাওয়া যাবে।
- মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের পরিসমাপ্তিতে একটি মাত্র পরীক্ষা গ্রহণের (Public Examination) ব্যবস্থা থাকবে। কমপার্টমেন্টাল পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় নম্বর দানের রীতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তাই কমিশন মার্কসের বা নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড দেওয়ার রীতি (Grading System) প্রচলনের কথা বলে—ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি। (ক—খুব ভালো, খ—ভালো, গ—মোটামুটি, ঘ—খারাপ ঙ—খুব খারাপ)
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম (Course) শেষ করার পর তাদের স্কুল রেকর্ড ও অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম শেষ করার সার্টিফিকেট (School Leaving Certificate) দেওয়া হবে।

❖ ২.২.১০ শিক্ষক-শিক্ষণ (Teacher's Training) :

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজের জন্য দুই প্রকারের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতা করবে তাদের শিক্ষাকাল দু বছরের হবে। স্নাতক

Scanned with CamScanner

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য অন্তত পক্ষে এক বছরের শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে এদের শিক্ষণের কাল দু'বছর করলে ভালোই হয়। তিন বছরের শিক্ষণের অভিজ্ঞতা থাকলে (Teaching Experience) স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে (M.Ed) ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। শিক্ষা শিবির ও বিশেষ বিষয়ের শিক্ষণের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষাক্রমের (Short Intensive Course) ব্যবস্থাও করা হবে। প্রশিক্ষণকালে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পূর্ণ বেতন পাবে। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে গবেষণার জন্য প্রত্যেকটি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি করে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় (Experimental School) সংযুক্ত থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন। এই সংস্থাটি এক দিকে রাজ্য সরকার অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে শিক্ষক-শিক্ষণে উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হবে।

শিক্ষকের উন্নতি : শিক্ষা ব্যবস্থার মূল রূপকার হলেন শিক্ষক। তিনিই শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতির বাস্তব রূপদান করেন। তাই শিক্ষা সংস্কারমূলক কার্যাবলির সঙ্গে শিক্ষকের শিক্ষার মান ও জীবনের মান উন্নত করা প্রয়োজন। কমিশন শিক্ষকদের উন্নতির জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। এই সুপারিশগুলি হল—

- শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে সব স্কুলেই যথা সম্ভব একই ধরনের নীতি অনুসরণ করা উচিত।
- সদ্য নিযুক্ত শিক্ষকের পরীক্ষাধীন সময়কাল (Probation Period) হবে একবছর।
- শিক্ষকের গুণানুসারে বেতনের হার নির্ণয়ের জন্য বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের বেতন, জীবনধারণের মান উন্নয়নের উপযোগী হতে হবে। একই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা একই ধরনের কাজ করে থাকে তাদের বেতনের মধ্যে তারতম্য থাকবে না।
- সব রাজ্যে শিক্ষকের জন্য পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং জীবনবীমা এই ত্রিবিধ কল্যাণকর ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে।
- শিক্ষকের কার্যকাল বাড়িয়ে ৬০ বছর পর্যন্ত করা প্রয়োজন।
- শিক্ষকের সন্তান-সন্ততি বিনা বেতনে বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।
- শিক্ষকের জন্য বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও হাসপাতাল চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।
- কোনো শিক্ষক গৃহশিক্ষকতা করতে পারবেন না।

❖ ২.২.১১ চারিত্রিক শিক্ষা (Character Building Education) :

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল চরিত্র গঠন (Character Building)। কমিশনের মতে এ ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মনযোগ দেওয়া দরকার যেমন শৃঙ্খলা স্থাপন,

Scanned with CamScanner

নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষাদান। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়ার জন্য স্কুল স্বায়ত্তশাসন (School Self-Government) ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বিদ্যালয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে শিক্ষা পাবে।

চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতবর্ষ হল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষ সম্প্রদায়গত কোনো ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন নেই। কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা বিদ্যালয়ে দেওয়া যাবে না। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা হবে ঐচ্ছিক ও প্রত্যেকের অভিরুচি অনুযায়ী। এ-ব্যাপারে প্রত্যেককে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। বিদ্যালয় আরম্ভের পূর্বে সাধারণ প্রার্থনা, মহাপুরুষের বাণী প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

উপসংহার : বহুদিন পরাধীন থাকার ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা অনগ্রসর। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। বহু-ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশ এগিয়ে চলেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে আমাদের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা। প্রগতিশীল জাতির পক্ষে কোনো একটা ব্যবস্থাকে—অচল-অনড় বলে চিরদিন আঁকড়ে থাকা জীবনের লক্ষ্য নয়। গতিশীলতাই জীবন, ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে একথা সমান সত্য। কাজেই মুদালিয়র কমিশন পরিচালিত মাধ্যমিক শিক্ষার এই স্তর সম্পর্কে শেষ কথা নয়।

যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলির ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই সূচনার ভিতর দিয়ে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যাগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে ব্যবস্থা অবলম্বন করার যে কথা কমিশন বলেছে তার মধ্যে দিয়ে কমিশন তাদের দূরদর্শিতার ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছে। আশা করা যায় পরবর্তী সুচিন্তিত পদক্ষেপে মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চয় নবরূপে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়ক হবে।

Scanned with CamScanner